স্পষ্ট ভাষণ

মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার

দৈনিক স্টেটসম্যান

বিভাস চক্রবর্তী

২৪/৪/০৯

আমাকে নিয়ে আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। এই বুঝি পা হড়কাল। এই বুঝি অচ্ছুৎদের ছুঁয়ে ফেলল। এই বুঝি জাত গেল। লোকটা কী করে, কী বলে তাই নিয়ে সর্বক্ষণ আশঙ্কা তাদের মনে। ২১ ফেব্রুয়ারি দেশপ্রিয় পার্কে শহিদবেদী স্থাপনা অনুষ্ঠানে মহাশ্বেতা দেবীর সুরে সুর মিলিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কীসব ভালো ভালো কথা নাকি বলেছে লোকটা। একটি দৈনিকে ঘটা করে লিখেছে তা নিয়ে। এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে কাগজটা দেখিয়ে, এই লোকটাকে নিয়ে আর পারা যায় না, গোছের মাথা নাড়ে। ক'দিন পর আবার মাথায় হাত বন্ধুদের। লোকটা না বলেছিল ভোটের প্রচারে নামবে না? এদিকে দ্যাখো, দিব্যি কবীর সুমনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বসে আছে! আরেক প্রস্থ খবর কিংবা ফোন চালাচালি চলে বন্ধুদের মধ্যে। কাগজে খবরটা দেখে দু-একজন তো ঘুম ভাঙার আগেই ফোন করে জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কীরকম হল? তাহলে নেমেই পড়লেন? আমারই মতো প্রতিবাদে শামিল কয়েকজন বাম বিপ্লবীও আমার এবম্বিধ অধঃপতনে রেগে তেলে বেগুন! তাহলে তো নির্দলয়ী মঞ্চে ওনার সঙ্গে আর বসাই যাবে না! সত্যিই তো, আসলে কবীর সুমনটা কে? তৃণমূল ছাড়া তার তো আর কোনও পরিচয়ই নেই! লজিক বইতে সেই যে কী যেন একটা ফ্যালাসির দৃষ্টান্ত ছিল — খাটটা মেঝে ছুঁয়ে আছে, আমি খাটে শুয়ে আছি, তার মানে আমিও মেঝে ছুঁয়ে আছি। সেই লজিকে তো জাতধম্ম সবই গেল রে ভাই! গো ভক্ষণের সমান পাপ করে বসল এই চক্কোত্তি বামুন! কবিপতি লক্ষ্মণ শেঠের গুণগান গেয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষরা, তাই বলে কবীর সুমনের মতো এক কুখ্যাত মাফিয়াকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন! মহাপাপ, মহাপাপ! আমাকে নিয়ে বন্ধুদের ভয়ের কারণটা যে আমি না বুঝি তা নয়।

এরপর সাতের পাতায়